যুগান্তর

তারিখ ..27 SEP 2016......
পৃষ্ঠা ...৭...(৩) কলাম...৩.........

অনুমোদন নেই ক্যাডেট মাদ্রাসার

যুগান্তর রিপোর্ট

যাত্রাবাড়ী-কাঁচপুর মহাসড়কের কদমতলীর তুষারধারা জিরো পয়েন্ট এলাকার দারুল হুদা ক্যাডেট দাখিল মাদ্রাসা। ছয়তলা ভবনের দ্বিতীয় তলার এক ইউনিটের দুই রুম ভাড়া নিয়ে চলে প্রতিষ্ঠানটি। এ মাদ্রাসায় শিক্ষক ও ছাত্রের সংখ্যা যথাক্রমে পাঁচ ও ৫০। ২০১২ সালে মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠা হলেও অদ্যাবধি নেয়া হয়নি সরকারের অনুমোদন। এ ছাড়া মাদ্রাসার নামের সঙ্গে 'দাখিল' (এসএসসি) যুক্ত আছে। কিন্তু পড়ানো হয় ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত। মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মাওলানা মহিউদ্দিন বলেন, ক্যাডেট আর সাধারণ মাদ্রাসার মধ্যে পার্থক্য কি তা ভালোভাবে বলতে পারব না।

শুধু এ এলাকাই নয় গোটা রাজধানীতে গড়ে উঠেছে এমন অনেক ক্যাডেট মাদ্রাসা। সরেজমিন দেখা গেছে, যাত্রাবাড়ী-কাচপুর মহাসড়কের শুধু দু'পাশেই আছে ৮টি ক্যাডেট মাদ্রাসা। উভয় পাশের লোকালয়ে এ ধরনের আরও মাদ্রাসা আছে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, এ ধরনের মাদ্রাসার বেশিরভাগই সরকারের অনুমোদন নেয়নি। ইসলামী শিক্ষার পাশাপাশি ধর্মানুরাগী যেসব মানুষ সন্তানকে আধুনিক শিক্ষা দিতে চান তারাই এসব প্রতিষ্ঠানের প্রতি বেশি আগ্রহী। মানুষের আগ্রহকে পুঁজি করে একশ্রেণীর মানুষ গড়ে তুলেছেন ক্যাডেট মাদ্রাসা। এ ধরনের কোনো কোনো মাদ্রাসা অবশ্য বেসরকারি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার ব্যবস্থা করে। এসব প্রতিষ্ঠান কওমি মাদ্রাসা বোর্ড বেফাকের পাঠ্যপুস্তক অনুসরণ করে।

মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক একেএম ছায়েফউল্যা যুগান্তরকে বলেন, 'আমাদের বোর্ডের অধীনে কোনো ক্যাডেট মাদ্রাসা নেই। রাজধানী ও এর আশপাশ এলাকায় ক্যাডেট মাদ্রাসা নামে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলো মূলত কওমি মাদ্রাসা। যার যার ইচ্ছামতো মাদ্রাসাগুলো নির্মাণ করা হয়েছে। দু-একটা রুম ভাড়া নিয়ে এসব মাদ্রাসার কার্যক্রম চলছে। ক্যাডেট নাম যুক্ত করে তারা বোঝাতে চাচ্ছে, এখানে পড়ালেখা করলে বড় বড় আর্মি অফিসার হওয়া যাবে। আসলে তা নয়। তারা অভিভাবকের পকেট কাটার জন্য মাদ্রাসার সঙ্গে 'ক্যাডেট' নাম যুক্ত করেছে। মূলত ক্যাডেট মাদ্রাসার নামে মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করা হচ্ছে।'

সরেজমিন যাত্রাবাড়ী-কাচপুর মহাসড়কের রায়েরবাগ এলাকায় দেখা যায়, ভাড়া করা একটি ভবনের পঞ্চম তলায় চলছে তাহসীনুল কোরআন ক্যাডেট মাদ্রাসা। এ ভবনের নিচের চারটি ফ্লোরে বাসাবাড়ি। একই এলাকায় গড়ে উঠেছে দারী ইলাল্লাহ বায়তুর রশীদ ক্যাডেট মাদ্রাসা। এ মাদ্রাসায় নুরানি, হাফেজি ও শিশু থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাদান হয়। মাতুয়াইল নিউ টাউনের কদমতলী এলাকায় রয়েছে দারুল হুদা ক্যাডেট দাখিল নুরানি হাফিজী মাদ্রাসা ও বায়তুল নাজাত তাহফিজুল কোরআন ক্যাডেট মাদ্রাসা। দনিয়া আয়শা মোশাররফ সুপার মার্কেটে অবস্থিত হেফজুল কোরআন ক্যাডেট মাদ্রাসা। একই এলাকায় বর্ণমালা স্কুলের পাশে খিদমাতুল কোরআন ওয়াসসুন্নাহ ক্যাডেট মাদ্রাসা। এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের লেখাপড়ার সঙ্গে সাধারণ মাদ্রাসার তেমন কোনো পার্থক্য নেই। তারপরও এগুলো ক্যাডেট মাদ্রাসা হিসেবে পরিচালিত হচ্ছে।

এ প্রসঙ্গে দারুল হুদা ক্যাডেট দাখিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মাওলানা মহিউদ্দিন যুগান্তরকে বলেন, আমি যে কারণে ক্যডেট নাম দিয়েছি তা হল— অন্যান্য মাদ্রাসা থেকে আমার এখানে সিলেবাসে এবং শিক্ষা কারিকুলামে একটু পার্থক্য আছে। যেমন হেফজ বিভাগকে আমি সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছি। একদিকে হাফেজও হবে, অন্যদিকে অষ্টম শ্রেণী পাসও হবে। আলিয়া মাদ্রাসার সিলেবাসের পাশাপাশি কওমি মাদ্রাসার কিছু কিতাবও পড়াই বাড়তি এলেমের জন্য। এভাবে কিছু ব্যতিক্রম আনার চেষ্টা করেছি।

তিনি বলেন, 'প্রতিমাসে একজন ছাত্রের থাকা ও খাওয়া বাবদ তিন হাজার টাকা খরচ হয়। তবে আড়াই হাজার টাকা দিলেও আমরা ছাত্র ভর্তি নিই। আমাদের এখানে ছাত্ররা আলিয়া মাদ্রাসা বোর্ডের অধীনে পরীক্ষা দেয়। এখন আপাতত ষষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত চালু আছে। পর্যায়ক্রমে প্রাইভেটভাবে আলিম ও ফাজিল করারও চিন্তা রয়েছে। মাদ্রাসার আয়ের প্রধান উৎসই হল ছাত্রছাত্রীর বেতন। আর্থিক অনুদানের সুযোগও আমরা রেখেছি। অনুদান হিসেবে তেমন কোন অর্থ আসে না। মাদ্রাসার সরকারি অনুমোদন নেই বলে জানান তিনি। ■